



Ant-Through-Push-In is a trail that engages with uneven curiosities and obscure narratives-one that leaves us with a question: is the freedom of co-existence not an achievement, but an exercise that breathes beyond the grip of monumental imposition?

This পৰ্ব (episode) attempts to engage with the historical seven pillars of the National Martyrs' Memorial in Bangladesh, each pillar holding a promise, an extended prologue. In the spirit of Ant-Through-Push-In, we approach its anecdotes, trying to re-map the landscape beyond the grand narrative.



(bengali to english translation)

During the enforced lockdown, both of us were searching—for space, for a home away from home. The idea of 'co-existence' kept shifting, losing its shape each time we tried to hold onto it. It was during one of those fragmented days, when we were both trying to re-adjust our sense of radius, that Tilottama found a quiet, in-between mark—something that unexpectedly linked our personal struggles with the narratives imposed upon us in the name of 'acceptance' We began tracing how two nation-states (Bangladesh and India)—and their counterhistories — have shaped our lives, especially in the context of state-family-discipline.

a home (liberation) away from liberation(home)

Ant-Through-Push-In found its first momentum in Girkarwada—a gateway village in the northern folds of Goa. It was not a definite beginning, but a leak in time—an unfinished quarter, a porous corner where memory seeped through. They arrived from a memoratic time—quiet, almost unseen—tracing the unborn edges of a prolonged settlement that continues to haunt our

collective remembering. What followed was not a plan, but a series of gestures—of radical care, quiet refusals, and the slow stitching of fragmented worlds.

phire dekha / revisit < 1971- 1980- 1990- 2000 - 2010- 2015-16 17 18 19- 2020 21 22 23 24- > dekha phire / re-engage

We didn't witness the mass risings of the '60s, but growing up during the same decade—particularly in the '90s—we cultivated a kind of interpersonal* sensitivity. Here, our translation left a subtle, lingering mark (again).

*Tilottama was born into a confined urban setting, where a deep void quietly took root. Their upbringing unfolded within a narrow shell—spirit constantly pressing against the walls until it dulled. Now, at this point in their life-trying to locate what once existed—something they couldn't fully comprehend, couldn't know, couldn't even hear. That's when the urge arose: let's trace the narratives. In their search to understand an unresolved past, they turn to the Bangladeshi tele-dramas (1970-2000)—recognizing how pop culture can hold subtle reflections of the society. Meanwhile, Kaur remains suspended in a nostalgic realm, viewing from a distance, shadowed by a yearning to reclaim, to belong, to intersect. Without access to ground realities, time becomes stuck—nostalgia turning into a supersolid state where memory freezes, and all that remains are missing links, departures, and unentered thresholds.



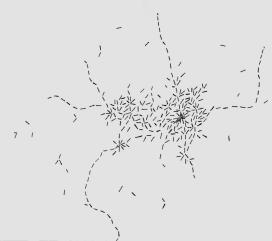
2025 returning to the draft

In recent times, the mass uprisings in Bangladesh and their cultural adaptations —specifically in creating new collective memories in the name of 'liberation' —have played a key role at this intersection. This shift of power struggle and its uncategorized political climate influence the other side of the partition as well, especially in West Bengal, India - all the recent mass protests bring those points of reference back. Therefore, returning to the draft this time was not difficult due to a lack of engagement, but because the trail no longer holds memory the way it once did—it drips, it stains, it whispers.

a liberation(home) away from home(liberation)

*জমামেত felt a sort of curiosity to retrace the chaos. Could this trace of a long march act as a space in itself? Can a question become a site? A site that gathers language and loss, grief and gesture—until it demands to be heard?...

*জমায়েত | zmayet (pronounced as jomayet) is an initiative trying to amplify, recollect, and share the perspectives of counter-cultural, marginal narratives through diverse graphical mapping.



'কোখাও কেউ নেই' ধারাবাহিক নাটক হুমার্যুন আহমেদ, সাল: ১৯৯২-৯৩

বাকের ভাইরে পুলিশ ধইরা নিয়ে গেল। বাকের ভাই ছিলেন এলাকার্র মাস্তান টাইপ মানুষ কিন্তু দিলটা বড় ছিল। এলাকার বিপদ আপদে আগাইয়া যায়, সাহায্য করেন। এই কারণে, উনি টং দোকানের সামনে টিজিং করলেও প্রায় মেয়েরাই তারে ভালা পায় – মনে মনে স্বপ্ন দেখে, গুল গুল কইরা গাল গায়, মনের অজান্তে মুচকি হাসে, ঘর বাধার স্বগ্ন দেখে। আমিও দেখছিলাম স্বগ্ন টিভিতে এই নাটকের সিরিয়েল দেখে দেখে। উলার অঙ্গ-ভঙ্গিতে <u>এ</u>ক্টা বেক্<u>স্র মা</u>য়া ছিল যেখানে স্বাধীনতার পরবর্তী এই গরিব বেকার মানুষটার টং দোকানে চায়ের কাপে চুমুক, একটা নেতা নেতা ভাব, আর মোটরসাইকেলের চাবি ঘুড়ানো আর সামাজিক তদারকি করা ছিল মুখ্য কাজ। কিন্তু এমন মানুষেরও প্রেমে পড়া যায় তা আমি সুবর্ণা অপার অঙ্গ ভঙ্গির ভাষাতে বুঝতে পারছিলাম।

এই যে আপনারা ধাক্কাধাক্কি করবেন না, ধাক্কা না মাইরা শান্ত হইয়া লাইনে দাঁডুারু, লাইনে থাকেন, আর এই যে আগ্নে একটু, লাইনে থাকেন,

লাইন ক্রস্ করবেন না, ক্রস করছেন তো ধরা থাইছেন,

🚁 🖲 অনেক আগেই শুরু হইয়া গেছে, ক্রিছুর যেমূল একটা শুরু আছে তেমলি একটা শেষও আছে,

কখাম আছে না শেষ ভাল যার সব ভাল ভার,

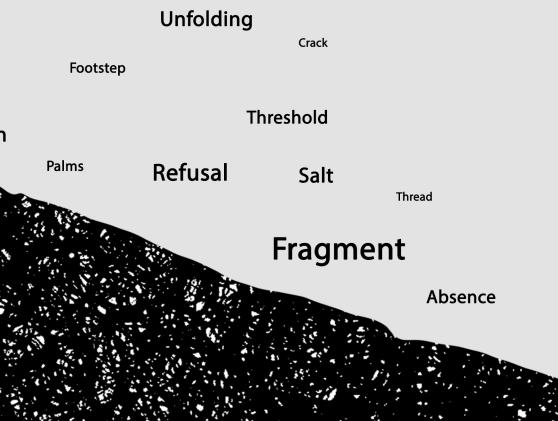
আর শুনে্ন, ভাল ভাল কৃষা কইয়া আমাগোর মন গলান লাগব না, জানেুদ তো, মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান কথা,

भूलन, प्रवाहेत्त हुभ कताहेल्उ आमात किक हूम ^{(१९४7} भाकन, प्राहेव ना,

Situation 1: Can Gestures Speak?

Year 1997: I lost something inside me while returning from a rally with my grandfather on 26th January. I witnessed someone from our neighborhood being bullied—mocked for their voice and appearance. That voice stayed with me, like a riddle I couldn't solve. "During that encounter, I was introduced to the ambiguous term 'Bangal/वाका'—people from the other land. It struck me: who created that label? And what about our constitutional rights that offer the possibility of mutual belonging—should the status of being a refugee negate that? Shouldn't we act as neighbors rather than opponents?

I asked my dadu (grandpa) about his memories of constitutional rights. My dadu was also an active political worker, coming from a Congress family (not only the party itself but the gentle spirit I found within him), who brought me into the light of 'social justice' through native stories of the freedom movement. It was never super dramatic, but tiny fragments that helped me go deep into this struggle of Partition. All I remember is that Partition and the fractured democratic status have always pushed an entire flux that doesn't fit within the framework. My initial encounter with language came through the voice of the indecent—where are they?



'হারজি' নাটক, রচনা: প্রণব ভট্ট

বিপাশার বাবা নাই, মা আছেন। সংসারের হাল ধরতে সে চাকরির জন্য নাছোড়বান্দা। স্বাধীন দেশে একটা চাকরি তার অধিকার, সেই অধিকারে সে মোটামুটি একটা কামদা কানুন করে তার অধিকার ছিনিয়ে নেম। তার চাকরির কাল তালই যাচ্ছে, কাম্পানির এম ডি তাকে চাকরি দেমার হ্মণেই ঠিক করে নেম বিদেশে কেরত তার একমাত্র পুত্রর পুত্রবধূ হিসেবে। পুত্র বিদেশে খাকলেও তার একটা রাবীন্দ্রিক মন আছে, সে বিমে ও কাজ সবটার কানটাই না করে প্রকৃতির কাছাকাছি যাম। একা একা লাগে বলে কেরত এসে কাজে ঢুকে পড়ে, স্বা্থে বিবাহের ইচ্ছাও জাগে। বাবা এম ডি–র প্ল্যান মতই সব চলছিল, ব্যাঘাত ঘটে প্রথমে ধনী-গরিবের টানাপোড়নে। তারপর তা খেকে উত্তরে গেলে আসে বাবা এম ডি–র বাদ্যাপনা সংস্কার – মুরগ্রি আগে না মুরগির ডিম আগে, অবশেষে বেড়াছেড়া দেখে মিয়া বিবি নিজেদের রাজনৈতিক হাতিরার – এক প্রকার কেমোক্লাজ ব্যবহার করে পল্টিমারা বাবা এম ডি–কে শায়েস্বা করে যখনি একটা জিতা জিতা ভাবে আপ্লত তখনি বুঝতে পারে যে, এই জিতার রাস্বা পূর্ব পরিকল্পিত। বাবা এম ডি–র রাজনৈতিক কূট – কৌশলে আমি যেটা বুঝলাম যে জীবনে জিতেও হারা যায় আবার হরেও জিতা যায়– মোটামুটি এই রকম একটা ব্যাপার।

আমারে আর্ম কি কোরের আমার জাইয়া লাভ কি আরে জানাশেনার ভিতরেই আ মানুহ টুনা খায়ু হ.. মানুষ একটা আজিব প্রাণী,

প্রাণীর সংজ্ঞার ভিতর মানুষ প্ডলেও মানুষরে এনিম্যাল কইলে মাইন্ড খায়, ডিসকভারিতে তো দেখায় এনিম্যাল কতটা হিংস্র,

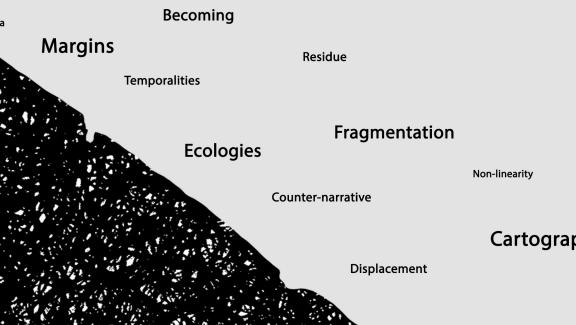
যা দেখেন তাই বিশ্বাস করেন নাক্তিওকে বহু দূর, তবে কিছু কিছু জিনিস দূর থেকেই জিমান্তাল, বাবা অক্সক্তরে বিশিন্তা, বাবা অক্সক্তরে বিশিন্তা, বাবা আক্সক্তরে বিশ্বরে বিশ্

Situation 2: Re-Exist as Method

It's still vivid in my mind—those tense, electric hours when we cast our votes not through machines but with ink-stained paper ballots. The rustle of paper held more weight than any digital click could. The city I grew up in was always on the edge—a place shaped by the smoldering tension between rebels, anarchists, and the ultra-left. Post-poll violence wasn't an exception; it was a rhythm, a kind of aftershock we learned to live with.

My dadu and I shared a quiet ritual of talking politics—not through confrontation, but through mundane exchanges. All I can recall is that I was quite curious about street corners and their impromptu graffiti. I would often ask about the figures, the slogans, and the folx who appeared now and then to make those drawings. At that age, they were surreal personas in my life—bringing new hope as they crossed those walls. Political graffiti was my first open-source library. Those long, unbroken stretches of cracked walls whispered: "Amar naam, tomar naam—Vietnam Vietnam", "Ebarer sangram muktir sangram. Ebarer sangram—swadhinotar sangram", the walls spoke what the textbooks never did. They connected me to a post-Partition current, a forgotten solidarity that pulsed across borders and tongues. I read them like scripture—layers of grief, rage, and promise overlapping in pigment and time. But somewhere along the way, that chorus dimmed. The walls were oppressed. Mutual intersections turned into cul-de-sacs. I began to wonder—was it globalization? The rise of glossy cities and gated dreams? Or the silent spread of ultra-right sentiment that made multiplicity feel like a threat?

Reclamation



এক কৃষক লিজের পোয়াতি বউ ফুলিকে শঙ্কাতিত মলে ঘরে রেখে লিজের জমির পাকা ধাল জোদারদের হাত খেকে রক্ষা করতে পাহারা দিতে যেত প্রায় রাতে। ধাল কাটার সময় ঘলিয়ে আসার ঠিক কাছাকাছি এক রাতে উলি টের পাল যে উলার জমিতে ঢুকে জোদাররা ধাল কাটছে। উলি এদিক সেদিক লা তেবে রাগে ক্ষোতে উলার কাস্তে লিয়ে তাদের দিকে বাঁপিয়ে পড়ে। আর মানুষ খুলের অভিযুক্তে তিলি পলের বছর জেল থাটে। বেরিয়ে এসে লিজের জিটা মাটিও জোদাররা দখলের লোভে তাকে গ্রাম ছাড়া করতে চায়, কিন্তু পীর হুজুরের বদৌলতে তিলি লিজের ভিটেতেই খাকতে পারে একঘরা হয়ে। এই সমস্তটায় তার ছেলে লিজের আত্মপরিচয় আরেষণে জালতে পারে যিলি একজল ক্যান্ডিডেট ঢাকা উলিভার্সিটির ভাইস চ্যাঞ্চেলর হিসেবে। উলি একজল পালক পুত্র এটা ভাবতে উলার কন্ট হয় লিজের ভদ্রলোকের বর্তমাল পজিশনে। কারণ এক বিশাল অহমিকায় উলি নিমন্ধিত ছিলেন, শেখালে লিজের মেয়েকে একজন মালির ছেলের সাথে বিয়ে দিতে বাধছিল যে কিনা আবার একই উলিভার্সিটির লেকচারার পদে কর্মরত।আমিও মিল খুঁজে পেয়েছিলাম ভদ্রপরিবারের টালাপোড়েল।

वलन आभा, आभनात प्रमगाते क्था वलन

সমস্যার কি আর শেষ /আছে?

(বিদিকে ভাকাই হেদিকেই সমস্যা

অত ভাকালোর দরকারটা কি, ভাকালো বন্ধ কইরা দিলেই তো হয়

ু বন্ধ জানলা আর বন্ধ মল একই কখা,

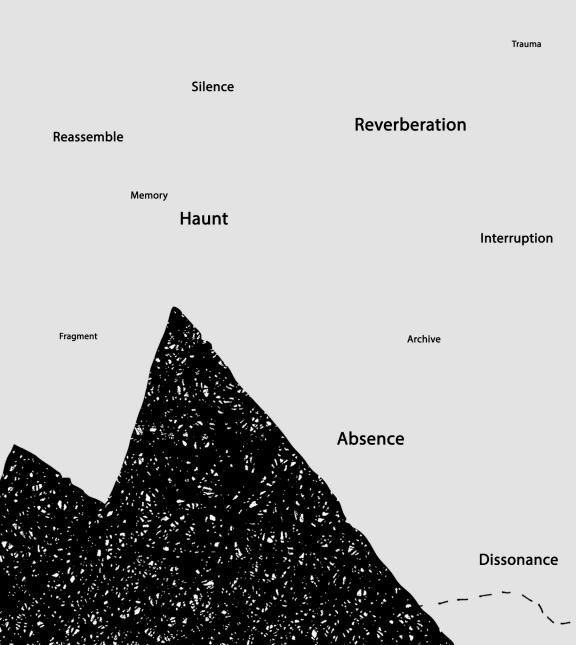
আরে রাখেন আপনার নীতি কখা, মনের কোনো /দিশা আছি? এই ভালো এই খারাপ

পদিলেন তো মিয়াঁ মেজাজটা থারাপ কইরা..
সমাজটার বেবাক থারাপ হইরা যাইতেছি কার আগ্নে আছেন আপনার মেজাজ নিরা

কেনু ় আমি ছোটলোক বইল্লা আমার কোন চে□বোধ নাই নাকি?

Situation 3: From Collateral Silence to Reassembled Voices

Year 2004: Early days of high school introduced me to the culture of singularity. Adolescence had a deeper impact, especially holding a trans-body experience that negotiated the politics of rights. One day, while exploring my silence in the library, I encountered art books and Taslima Nasrin's Lojja. More than reading, I felt rage—a connection that brought my sexual bullying and her written experience together on a plateau where solidarity was not forced but mutual. To experience another state as my state—Partition dissolved, and life emerged from the understanding that 'our rights are human rights'.



'শাস্তি' नाটক, রচনা: মোসলেম উদ্দিন থান

কলের লাঙ্গল চলে আসাতে বড় ছেলের প্রতি আক্ষেপ করছে মা। বড় ছেলে কৃষক আর ছোট ছেলে ঢাকা উনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে। বেশি পড়াশোনা করলে ছোট ছেলে বড় ছেলেকে পাত্তা দিবে কিনা তা নিয়ে বেশ চিন্তিত গ্রামের এক বয়স্ক মুরবির। মুরবির চায় তার নিজের ছেলে যেন ভাল মানের চাকরি পায়। যদিও তার ছেলের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ নাই কিন্তু নিজেকে ক্ষমতাবান দেখাতে সে তার বাবার মত্তোই ছল-চাতুরিতে বিশ্বাস রাখে। এই দিকে আলতা নামের এক গ্রামীণ জীবনে অভস্ব নব্য তরুণীর সাখে ভদ্র ও সা সেই ছোট ছেলের প্রণয়। প্রতাশ্যায় আছে যখনি ভাল রেজান্ট করে ভাল একটা চাকরি পাবে তারপর পরই বিয়ের প্রস্তাবে দুই পরিবার আগাবে। মেয়ের বাবা আবার সুবিধাবাদী লোক। উনার মতে, উনার কোন লাভ লস নেই কারণ সেই ছল-চাতুরিতে বিশ্বাস রাখা ছেলেটিও এই মেয়েকে বিবাহ করতে চায়। কারণ এটা তার ক্ষমতা প্রকাশের একটা বড় ধাগ। অবশেষে, ঘটনাক্রমে ভদ্র ও সা ছেলেটি জেলে যায় এবং ঘুষ দিয়ে ওই ছেলেটি ভাল মাইনের চাকরি পায় ও মেয়ের বাবা বিয়ের প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু এই অন্যায় সহ্য করতে না পেরে বড় ছেলে ঘুষ থাওয়া সেই এম ডি-র সাখে দেখা করে কড়া করে দুইটা কখা শুনাতে যায়। ওই সময় এম ডি-কে মদ্যপ অবস্থায় এবং কখা কাটাকাটির এক পর্যায়ে পিন্তল বের করে শাসাতে গিয়ে হাতাহাতির এক পর্যায়ে নিজের টিগার দিয়ে নিজের বুকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। আর এই সমস্ত ঘটনাটির বিবরণ দেন বড় ভাই যথন কাঠগড়ায় ছোট ভাইকে মামলার দায়ী হিসেবে জাজ ফাঁসির আদেশর প্রস্তুতি নিছিল।

কাছাকাছি থেকেও মানুষ কত দূরে দূরে থাকে...

জীবনটা নিয়া খাকাটাই তো একটা চ্যালেঞ্জ...কিষ্ণ ও আমার সাখে চ্যালেঞ্জ ছুইরা মারে, কত বড় সাহস!

সাহসের দেখছেন কি? সবে তো শুরু, মিঞা

ভাইলে শুরু থাইক্কাই খেলা শুরু হোক, আমরা কি কম খেলা জানি নাকি?!

জানি জানি, সুবিধা করতে না পারলেই পল্টি মারবেন আপনে, আপনে যে সুবিধাবাদী

শুনেন, আমি ডিসিশন এমনভাবে নেই যাতে আমার কোন লস না হয় তা যে দলই জিতুক না কেন,

বুঝলাম আপনে অতি চালাক মানুষ।

जीवान উन्नि कवाल हारेल हालाक ना रहेल विभन आए, मूस् मूस् विभन फारेका ना निया आप्तारे छान।

> যেটা ভাল বইল্লা আপনার কাছে মনে হচ্ছে, সেটা ভো ভাল নাও হতে পারে...

কেন ভাবা প্রাকটিস করতে বলছে তো ঋত্বিক ঘটক,

আগ্নে থামেন, আগ্নে একটু বেশিই ভাবেন

79

Situation 4: A Site of Shared Knowledge and Decolonial Observation

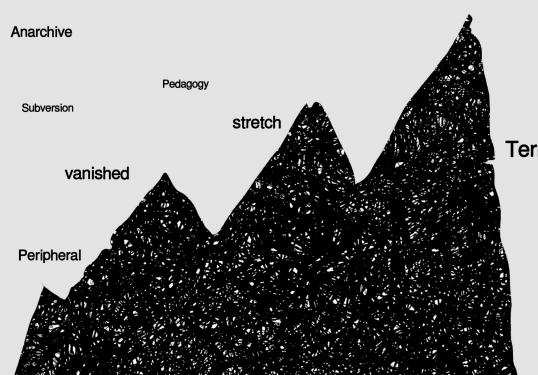
Back in the library during my university days, I went to Santiniketan for a workshop. I was looking for texts on the nation and the future of education, exploring parallel pedagogies, when a stranger introduced me to a text/perspective by Sufia Kamal. I can't tell you, Tilottama—not having the chance to meet her was a personal loss. I wish I could sing like a roar, I wish I could share what she meant when it came to collective reading. I can't resist quoting a section from a cult song by Kabir Suman (sing-song producer and singer):

সুফিয়া কামাল, এক একটা দেশ থাকে মানচিত্রেই শুধু রাখা, কারুর নয়নে থাকে স্বদেশের ছবিখানি আঁকা আমি সেই স্বদেশের ছবি দেখি আপনার মুখে, সুফিয়া কামাল মানে বাংলাদেশের ছোঁয়া বুকে।

More than a song, this loop stayed with me long enough to push my boundaries and dissolve my fear of losing a connection to a place I had never been. Then one day I crossed a border and thought—I am here, in the land of Sufia Kamal!

here, in the land of Sufia Kamal!

Unlearning



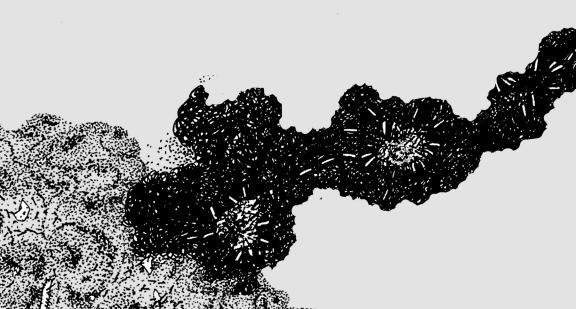
Ca

'এথানে নোঙ্গর' রচয়িতা মামুল-উর -রশিদ,সাল: ১৯৮১

নদীর এপার ভেঙে ওপার জাগে– জলমহল জলমহল বলে এক পাগল নভুন জাগা চরে ভার জলমহলকে হন্যে হ্মে থুঁজতে থাকে। এক ভসিলদার সাহেব এই চরে এসে বড় বড় পাঙ্গাস মাছ, রসগোল্লায় কেন কম ছানা এই সব আবদার নিমে ব্যস্ত। চেরারম্যান উনি অন্যান্য চর দখলের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এইবারে নিজের অবস্থানটা নিমে পরিষ্কার। তাই তিনি নিমম কইরা দেন, ভসিলদারের কাছ থেইকা প্লিপ যে পাইব সেই জমির দখল নিতে পারব। একজন শিক্ষক একটা স্কুল ঘর থোলার জন্য চেরারম্যনকে স্মরণ করতে গিয়ে নিজে অপমানিত হন। এই সব যখন হচ্ছিল তখন সৌদিআরব থেকে ধরা থাওয়া এক মানুষ এই চরে আসে চায়ের সরঞ্জাম নিয়া যাতে আপাতত ক্রিতে থাওয়াইয়া পরে জ্ঞাতি গোষ্ঠী নিয়া জায়গাটা দখল করা যায়। হাফিজ ও মন্টু নামের দুই যুবক 'আদিবাসি যারা তারাই এই চরে থাকতে পারে' বইল্লা এক সাথে আওয়াজ উঠাইলেও পরে দুইজনের মধ্যে বিবাদ লাগে দখল নিয়া। এক বয়স্ক থালা তার মুরগির থামার এখনও আছে বইল্লা মনে করে, আবার রাতে প্রায় সময় ভিক্ষার গান গাইতে থাকে কারণ তার মুথের পেশির অভ্যাস হইয়া যায় যখন শহরে ছিল। সফুরা যে এই চরের এক মাত্র যুবতি মাইয়া, সে শহর থেইকা ফেরত আসে নিজের জামাই ছাড়া এবং পরবর্তিতে চেয়ারম্যানের এক লোককে মেরে নিজে জেলে যান। এই দিকে জলমহল বলে চেঁচাতো যে পাগল চেয়ারম্যান তাকে মাইরা নিজের বাগানে পুঁইতা রাখে। পরে মনের ভয়ে তার নিজেরই পাগল হওয়ার দশা।

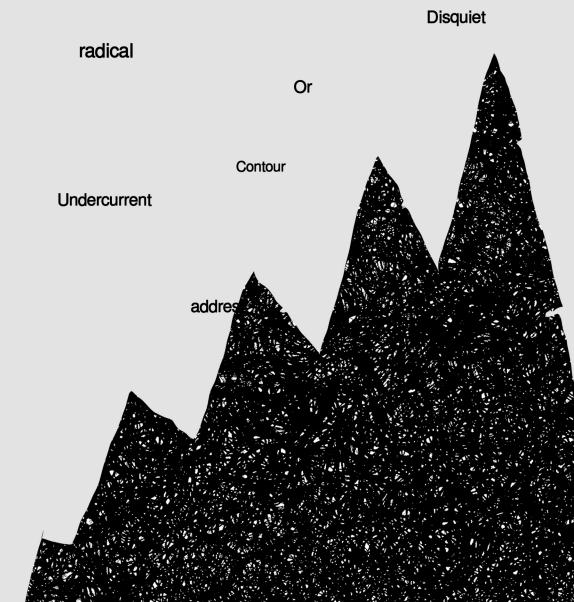
আগ্নে ডরান কি নিন্দার ভমে? আরে শুনেন, মানুষ প্রশংসা করে লোভে, আর নিন্দা করে ক্ষোভে, সমালোচনা করে হিংসায়, আর থাতির করে ধান্দায়, সম্পর্ক করে স্বার্থে, আর সম্মান করে অর্থে, তোমার অর্থ না থাকলে কেউ তোমারে সম্মান করবে না এটাই বাস্তব।

আপ্লের মনে হয় না, আপ্লে একটা ফালতু কথা বললেন এখন...



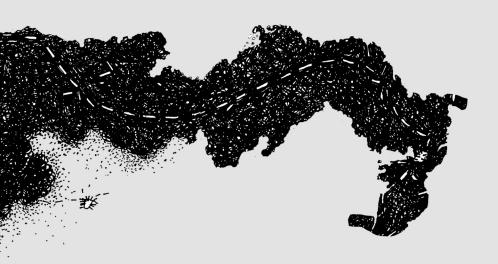
Situation 5: Plurality and the Uprising

I forget the exact timeline, but it was during Hok Kolorob. I met a visitor in Kolkata; he was from Jessore and had studied at Dhaka University, someone who had witnessed various radical protests during the emergency period in Bangladesh, especially in the late 1990s. We shared our memories of participating in different collective uprisings organized by students demanding social justice. What intrigued me was his view of protest as a symbol of confrontation and political plurality—it was not merely about Southeast Asia but a representation of the Global South. The performative intersections during Hok Kolorob were my attempt to readdress my protest language. Even though these were different space-times, I felt our veins ran with a similar fluid that needs to be readdressed.



'সহচর' নাটক, রচনা: মমতাজ উদ্দীন আহমেদ

খাদিমপুরের মাস্টার খিনি অবসরের পর পাঁচ বছর ধরে উনার গ্রাম ঘুড়ে ঘুড়ে নানান লোকসংগীত, কিচ্ছা-কাহিনি, গল্প, মানুষের কথা লিখে রাখেন উনার পাগুলিপিতে। উনার কাছে খংসামান্য অর্থপ্ত না খাকাতে উনি ঢাকা শহরে আসেন পাগুলিপিটা সাখে নিয়ে যদি প্রকাশ করা যায়। পাঁচ বছর আগে ক্স নামের একজন বেশ নামকরা লেখক খাদিমপুরে আসেন – যার ইন্সপাইরেশনে মাস্টারমশাই আসলে লেখার জগতে আসেন। উনার প্রতি অনেক আশা ভরসা ধারণ করে যখন উনি ঢাকা শহরে আসেন তখন সেই লেখক খ্যাতির বিভ্র্বনায় অন্থির। টাকা প্রসা উনি যখেন্ত করেছেন কিন্তু উনি সারাক্ষন ভাবেন উনার এই খ্যাতি কতকাল খাকবে। উনি যে লেখা লিখতে ঢেয়েছিলেন তা উনি কোনদিনই আর করে উঠতে পারবেন না। কিন্তু এই অর্থকন্তে, অপমানে , বঞ্চনায় জর্জরিত মানুষটি নিজের লেখা মন দিয়ে করে গেছেন বছরের পর বছর এই বোধ যখনি জন্মাল উনি নিজের উদ্যোগে খাদিমপুর গ্রামের প্রই লেখকের লেখা বই আকারে প্রকাশ করলেন। মৃত্যুর পর উনি অবশেষে খ্যাতি লাভ করেন, এই ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর ঢেকে আমার জন্য, পাছে বাস্তবে কন্টের হিসেব কষতে গেলে বেগ পেতে হয়, আবার ভাবনা হয় মৃত্যুর আগে উনি ভো এই বিষয়টা জেনে জাননি, তো কি লাভ হল। আবার ভাবি, সমৃদ্ধ কিছু পৃথিবী পেল উনার হাত ধরে এটাই হয়ত আশার বিষয়।



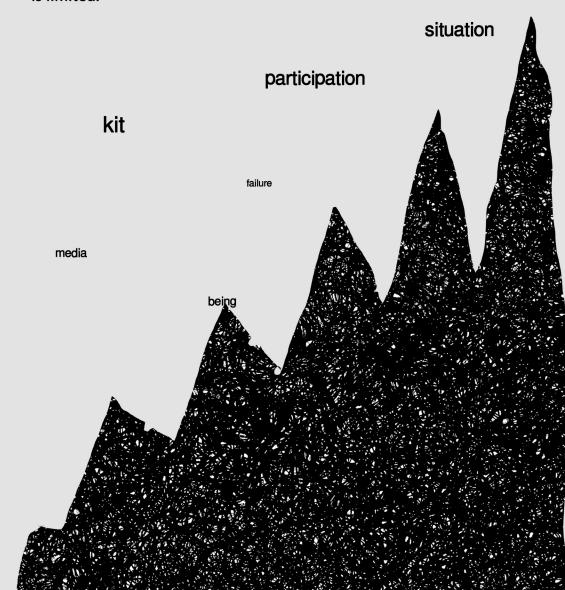
কি করে বুঝব যে, আগ্নে ছোটলোক না বড়লোক?

কেন্, यात মোটামোটি সব রকম চাহিদা আছে কিন্তু টাকা নাই। টাকা থাকলেই সব হয় নাকি? শুনেন, টাকা থাকলেই যেমন ভাল লেখা হয় না, তেমনি ভালবাসলেই তারে নিয়ে ঘর করা হয় না।

আর আগ্নেরা তো অভিমান নিয়াই বাঁচেন না..

Situation 6: Radical Care Toward Collective Acts of Solidarity

Can we imagine a mass uprising in South-East Asia without reading the failure of the Shahbagh movement, not as a method but as a strategy? I was already sharing my memories with that space; being there and sharing my extended family, I felt an internal stress. Observing fractured news bulletins, especially through social media, taught me that a 'culture of participation' is now an impossible task. We only get introduced to fractured parts of the situation. I was quite active, sharing/layering/organizing my protest kit in my hometown, Howrah, regarding this mass struggle. But after a point, I felt deep disappointment that not having direct access to the ground sometimes puts us within a mirage where the body of the movement is limited.



'লক্ষত্রের রাত' ধারাবাহিক লাটক হুমায়ুল আহমেদ, সাল:১৯৯৫

হাসান সাহেব মাঝ-বয়েসি একজন লোক, যিনি নিজেকে বোকা বোকা ভাবে অন্যের কাছে উপস্থাপন করেন উনি পাতা দিয়ে বাঁশি বাজান, জোস্ক্যার রাতে ঘুমান না, সারারাত জোস্ক্যা দেখে কাটা। কখার মাঝে মাঝে উনি সহজ ভাবে ক্তানগর্ভ কখা বলে মানুষকে বেশ একটা হোঁচট থাইয়ে দে। উনার মতে, মানুষ যথন রেগে থাকেন বা উত্তেজিত থাকেন তখন কোন একটা ভাবে কথা দিয়ে হোঁচট থাইয়ে দিলে তার তেড়ে আসার প্রবণতা মিনিন হয়ে পড়ে। এতে ঐ মানুষটা মনোযোগ দিয়ে অন্যের কথা শুনা পরে ভাবতে পারেন। উনি আরও বিশ্বাস করেন যে, নিজের দুঃথকে বড় না করে অন্যের দুঃথকে বড় করে দেখার। উনি কিডনি বিক্রি করে টাকা উপার্জন করতে চান একটা সুন্দর ঘটনা উপভোগ করার জন্য। গরিব বলে কেউ ভুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে হাসান সাহেব উনাকে মনে করিয়ে দেন যে উনি একজন গ্রাজুয়েট। উনার নিজের কোন ঘর নাই, উনি অন্যের বাড়িতে অতিথি হয়ে বেশ কয়েক মাস বা কয়েক বছর থেকে যান যতক্ষণ পর্যন্ত উনি মনে করেন যে, এবার উনার চলে যাবার সময় হয়ে গেছে। উনি অবসরে উনার যে একমাত্র জুতাজোড়াটি আছে তা খুব যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করেন যাতে উনি নিজেকে মনে করিয়ে দেন যে উনাকে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে শহরের পথে প্রান্তে।

অভিমান করছেন তো ঠকছেন, নিজের অধিকার নিজে বুইঝা নেন।

কিন্তু অধিকার চাইতে গেলে পাছে লোকে গ্যাঞ্জাম করে।

ওমা গ্যাঞ্জাম ছাড়া কিছু আদায় হয় নাকি? আগ্লে ত ভীতু প্রজাতির মানুষ

হ..প্রজাতির ধরণ-ই তো ভিন্নতা

ভাইলে আগ্নে ঐ থুশিতেই থাকেন, এদিক দিয়া আপনের জিনিস অন্য কেউ নিয়া যাক! আহা...রে আগ্নে বুঝেন না কেন্, অধিকার অর্জনের চেয়ে অধিকার রক্ষা করা যে বেশি কঠিন।



Situation 7: Prolonged Liberation in Process

"নিঃ যার্থ ভালোবাসা মুক্তি পাক এক আপাতকালীন ঐক্যের প্রহসন কালে"—may selfless love be liberated in this farcical era of temporary unities. Year 2021: I met my Bangladeshi counterpart in a busy, over-congested cityscape at a five-channel intersection. It had witnessed several anecdotes, from partition to the 1971 liberation—as if I were overlapping time, challenging the colonial time-unit. More than articulation, I realized that I don't wish to bind this transitional body within their imposed two-nation theory. It is not an easy task, but I am not concerned—because if we can care with empathy and love, we can reunite for a collective reunion.

